দৈনিক বাংলা

45

তারিখ ...03 JAN 1990...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক বাংলা

ঢাকাঃ বুধবার, ২০শে পৌষ, ১৩৯৬ঃ ৩রা জানুয়ারী ১৯৯০

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং পৌর এলাকার বাইরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করেছেন। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত এ ঘোষণা দেশে শিক্ষার বিস্তার এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অবদান রাখবে। আমরা এই সাহসী ঘোষণাকে স্বাগত জানাই।

শিক্ষার বিস্তার ছাড়া জাতীয় অগ্রগতি অকল্পনীয়। বিশেষ করে আসন্ন একবিংশ শতকে উন্নত প্রযুক্তির যুগে টিকে থাকতে হলেও শিক্ষাগত অগ্রগতি অপরিহার্য। শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের ধর্মেও নারী-পুরুষ সবার জন্যে শিক্ষাকে আবশ্যিক ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের, উন্নত আর অনুন্নত এই বিভক্তির অন্যতম কারণও হচ্ছে শিক্ষা। গোটা বিশ্বে যখন প্রতি পাঁচজনের একজন অশিক্ষিত সে ক্ষেত্রে আমাদের মত অনুন্নত দেশে প্রতি পাঁচজনের চারজনই শিক্ষাবঞ্চিত। অবস্থানের তারতম্য ঘটাতে হলে এই পরিসংখ্যানেও পরিবর্তন আনতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি নীতিগতভাবে অনেক আগ থেকেই স্বীকৃত হলেও আমাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপদতার ফলে এ লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। প্রেসিডেন্ট এরশাদের এ ঘোষণা তাই একটি দুঃসাহসী পদক্ষেপ এ অর্থে যে, এর বাস্তবায়ন সহজ হওয়ার মত পরিবেশ এখনো এদেশে তৈরী হয়নি। প্রেসিডেন্ট এরশাদ শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে সবার জন্যে শিক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ আগেই প্রমাণ করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়নও তাঁর দ্বারাই সম্ভব হতে পারে।

শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে নারীশিক্ষার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে জনসংখ্যার অর্ধেক, নারী সমাজকে শিক্ষাবঞ্চিত রেখে শিক্ষার বিস্তার আশা করা চলে না, অন্যদিকে শিক্ষিত মা-ই কেবল শিক্ষিত জাতি গঠন নিশ্চিত করতে পারে। আমাদের গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষা তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করার ফলে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষা বিপুল অনুপ্রেরণা পাবে সন্দেহ নাই। এক কথায়, এই দুটি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন শিক্ষার বিস্তার তথা পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রাখবে।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এই উদ্যোগ কি করে এবং কত দ্রুত বাস্তাবায়ন সম্ভব তা অবশ্যই বিবেচনা সাপেক্ষ। তবে আমরা মনে করি, যে কোন উদ্যোগের প্রধান হচ্ছে বলিষ্ঠ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তটি নেয়া হলেই বিশেষজ্ঞদের পক্ষে বাস্তবায়নের খুঁটিনাটি নির্ধারণ সম্ভব হয়। আমরা মনে করি প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তটি প্রদান করে সংশ্লিষ্ট মহলকে কাজে নামার পথ করে দিলেন। আমাদের শিক্ষাবিদ আর শিক্ষা কর্মকর্তাদের এখন বিষয়টিকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে মাঠে নামতে হবে।

বস্তুত, নিরক্ষরতার অভিশাপ কাটিয়ে একটি শিক্ষিত জাতি গঠনের যে চ্যালেঞ্জ, তা আসলে আমাদের মর্যাদাশীল অস্তিত্বেরও চ্যালেঞ্জ। এই উদ্যোগ [illegible] শ্রেণীর মানুষের সমর্থন আর সহযোগিতা পাবে বলেও আমরা আশা করি।